দৈনিক
জনকণ্ঠ

2 FEB 203
পৃষ্ঠা ... ২ ... কলাম ... ৭

বাংলা একাডেমীর বইমেলায় প্রধানমন্ত্রীর আগমনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে ছাত্রলীগের কর্মীরা মুখে কালো কাপড় বেঁধে বিক্ষোভ মিছিল করে —জনকণ্ঠ

সময়ের চাহিদার আলোকে মাতৃভাষার পাশাপাশি তরুণদের অবশ্যই ইংরেজী শিখতে হবে॥ প্রধানমন্ত্রী

স্টাফ রিপোর্টার ॥ প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া বলেছেন, ভাষার প্রশ্নে আমাদের নতুন দৃষ্টিভঙ্গি ও কর্তব্য নির্ধারণ করতে হবে। পরিবর্তিত বাস্তবতা ও

বইমেলা উদ্বোধন, ঢাবি ক্যাম্পাসে পক্ষে বিপক্ষে মিছিল

সময়ের চাহিদার আলোকে এখন মাতৃভাষার অনুশীলনের পাশাপাশি আমাদের তরুণদের অবশ্যই আন্তর্জাতিক ভাষা ইংরেজী শিখতে হবে। সম্ভব হলে বিদেশে কর্মসংস্থানের জন্য প্রয়োজনীয় অন্য ভাষাও শিখতে হবে।

বাংলা একাডেমী প্রাঙ্গণে শনিবার অমর একুশে গ্রন্থমেলার উদ্বোধনী ভাষণে

বইমেলা উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী —জনকণ্ঠ

প্রধানমন্ত্রী একথা বলেন। বাংলাদেশ পুস্তক প্রকাশক ও বিক্রেতা সমিতির সহায়তায় বাংলা একাডেমী আয়োজন করেছে এই গ্রন্থমেলার। মাঝে ঈদের পাঁচদিন ছুটি ছাড়া একুশের বইমেলা চলবে ফেব্রুয়ারি মাসব্যাপী। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানটি বাংলাদেশ টেলিভিশন ও বাংলাদেশ বেতারে সরাসরি সম্প্রচার করা হয়।

জনকণ্ঠের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার জানান, একুশের বইমেলা উপলক্ষে বাংলা একাডেমীতে প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার আগমনের প্রতিবাদে ছাত্রলীগ, ছাত্র ইউনিয়ন, প্রগতিশীল ছাত্রজোট, জাসদ সমর্থিত ছাত্রলীগ (ক-অ) শনিবার ক্যাম্পাসে আলাদাভাবে কালো পতাকা প্রদর্শন, মানববন্ধন ও মিছিল-সমাবেশ

(৭ পৃষ্ঠা ৩-এর কঃ দেখুন)

সময়ের চাহিদার আলোকে

(প্রথম পাতার পর)

করেছে। অপরদিকে জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল প্রধানমন্ত্রীকে অভিনন্দন জানিয়ে মিছিল করেছে।

একুশের বইমেলার উদ্বোধনী ভাষণে প্রধানমন্ত্রী সমাজ থেকে বিভেদ, সঙ্কীর্ণতা, অস্থিরতা ও হতাশা দূর করার লক্ষ্যে সৃজনশীল মেধা কাজে লাগানোর জন্য কবি, সাহিত্যিক ও চিন্তাশীল ব্যক্তিদের প্রতি আহ্বান জানান। তিনি বলেন, বিশ্ব দরবারে সম্মানজনক যোগ্য আসন পেতে হলে প্রয়োজন দলমত নির্বিশেষে আমাদের সকলের সম্মিলিত উদ্যোগ। অর্থের মানদণ্ডে আমরা দরিদ্র হতে পারি, কিন্তু সাহিত্য ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে আমরা সমৃদ্ধ। নিজস্ব সংস্কৃতি সংরক্ষণ, বিকাশ ও আন্তর্জাতিকভাবে তা তুলে ধরার জন্য আমাদের সম্মিলিত উদ্যোগের কোন বিকল্প নেই। এ বিষয়টিকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব সহকারে বিবেচনার জন্য তিনি লেখক সমাজের প্রতি আহ্বান জানান।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বাংলা একাডেমীর সভাপতি অধ্যাপক ড. ওয়াকিল আহমদ। শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন সংস্কৃতি প্রতিমন্ত্রী বেগম সেলিমা রহমান, পুস্তক প্রকাশক ও বিক্রেতা সমিতির সভাপতি মোঃ আবু তাহের। স্বাগত বক্তৃতা দেন সংস্কৃতি সচিব নাজমুল আহসান চৌধুরী। এতকালের রেওয়াজ ভঙ্গ করে একাডেমীর মহাপরিচালক অধ্যাপক মনসুর মুসাকে মঞ্চের বাইরে রাখা হয়। অনুষ্ঠানে আবদুল মান্নান ভূঁইয়াসহ মন্ত্রিপরিষদের সদস্য, সংসদ সদস্য, কূটনীতিকসহ উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মকর্তা, লেখক, সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব, একাডেমীর ফেলো, জীবন সদস্য, সদস্যবৃন্দ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। কঠোর নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছিল উদ্বোধনী অনুষ্ঠান উপলক্ষে।

প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া তাঁর ভাষণে আফ্রিকার রাষ্ট্র সিয়েরা লিয়নের সরকার ও জনগণের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানান। তিনি বলেন, তাঁরা সে দেশে আমাদের মাতৃভাষা বাংলাকে অন্যতম সরকারী ভাষা হিসাবে মর্যাদা দিয়েছেন। এভাবেই বিশ্বের দরবারে বাংলা ভাষা এবং বাংলাদেশ নতুন মর্যাদায় অভিষিক্ত হচ্ছে। বাংলা ভাষার চর্চা ও বিকাশের মূল কেন্দ্র হিসাবে বাংলাদেশ আজ বিশ্বে পরিচিত ও স্বীকৃত। এজন্য আমরা গর্বিত। বাংলা ভাষার উন্নয়ন ও অগ্রগতি আমাদের অব্যাহত রাখতে হবে। তিনি সিয়েরা লিয়নে কর্মরত বাংলাদেশী শান্তিসেনাদেরও ধন্যবাদ জানান।

বাংলা ভাষার খ্যাতিমান সাহিত্যিক-লেখকদের লেখা বই ইংরেজিসহ বিভিন্ন ভাষায় অনুবাদের ওপর বিশেষ জোর দেন প্রধানমন্ত্রী। তিনি এ ব্যাপারে উদ্যোগ নেয়ার জন্য বাংলা একাডেমী কর্তৃপক্ষের প্রতি আহ্বান জানান। প্রধানমন্ত্রী আরও বলেন, বাংলা ভাষায় প্রয়োজনীয় পাঠ্যপুস্তক ও পরিভাষার অভাব এবং বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তি বিষয়ক বইয়ের সঙ্কট রয়েছে। এখনও আমরা প্রযুক্তি ও কম্পিউটারের ভাষাকে পুরোপুরি আয়ত্ত করতে পারিনি। এক্ষেত্রে লেখক, সাহিত্যিক, বিজ্ঞানী, শিক্ষাবিদ, পণ্ডিত এবং প্রকাশকরা এই অভাব পূরণে তাঁদের দায়িত্ব পালন করবেন বলে আশা করি। বাংলা একাডেমী সমধর্মী অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের সহায়তায় এ ব্যাপারে পরিকল্পিত উদ্যোগ নিতে পারে। একাডেমীতে একুশে ভবন নির্মাণ, শূন্যপদ পূরণে সরকার উদ্যোগী হবে বলে প্রধানমন্ত্রী তাঁর ভাষণে উল্লেখ করেন। বইয়ের উন্নয়ন ও প্রসারে বর্তমান সরকারের বিভিন্ন উদ্যোগের কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, দেশীয় প্রকাশনা শিল্পের প্রসার, বইয়ের প্রচার ও উন্নয়নে গঠনমূলক যা কিছু করা দরকার তা করার জন্য সরকার কোন দ্বিধা করবে না। কেবল সংখ্যা নয়, গুণগত মানের দিক থেকেও এ জগত সমৃদ্ধ হোক।

ক্যাম্পাসে বিক্ষোভ

বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার জানান, পূর্বঘোষিত পাল্টাপাল্টি কর্মসূচীর কারণে শনিবার সকাল থেকেই ক্যাম্পাসে অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন ছিল। ডিবি পুলিশ মধুর ক্যান্টিনে ঢুকে বিরোধী ছাত্র সংগঠনগুলোর মধ্যে আতঙ্ক ছড়ানোর চেষ্টা করে। এরই মাঝে ছাত্রলীগ কালো পতাকা নিয়ে একটি মিছিল বের করে।

অপরাজেয় বাংলার পাদদেশে ছাত্রলীগ সভাপতি লিয়াকত শিকদারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সমাবেশে বক্তারা বলেন, একুশে চেতনা বিরোধী, একাত্তরের ঘাতক জামায়াত-শিবিরকে আশ্রয়দানকারী বেগম জিয়ার বইমেলা উদ্বোধন ছাত্রসমাজ কোনভাবেই মেনে নিতে পারে না।